যায়যায়দিন

তারিখ 11 FEB 2008
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৪

সংবাদ ২২

ইয়েসের বার্ষিক সম্মেলনে দুদক চেয়ারম্যান

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

গতকাল দুদক চেয়ারম্যান রিটায়ার্ড লেফটেনান্ট জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যদের বার্ষিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) তত্ত্বাবধানে দেশের ছয়টি বিভাগের ৩৬টি অঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৩০০ ইয়েস সদস্যের অংশগ্রহণে এ বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দুদক চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী।

হাসান মশহুদ বলেন, শিক্ষা খাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গুরুত্বের সঙ্গে নেবো। শিক্ষা বিষয়টিকে আমরা অন্যভাবে দেখতে চাই। এখানে আলোকিত মানুষের কার্যক্রম চলে।

ইয়েস সদস্যের এক প্রশ্নের জবাবে হাসান মশহুদ বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যক্রম সব সময় অব্যাহত থাকবে। যদি আইন করে বন্ধ না করা হয় তবে রাজনৈতিক সরকারের পৃ ১৫ ক ৪

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির তথ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সময়ও দুদক দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ চালিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও টিআইবি ট্রাস্টি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ ও লেখক প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ।

এক প্রশ্নের জবাবে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির বাছাই প্রক্রিয়া ভালো হয়েছে, তা বলা যাবে না। এটি রিভিউ করতে হবে। সংশোধন করার সময় রয়েছে।

সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, নাগরিক অধিকার ও দায়দায়িত্ব বুঝতে পারলেই কোনো ধরনের দুর্নীতি হবে না। সচেতন নাগরিক হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ব্যর্থতার স্থান নেই। '৫২, ৬৯ বা ৭১-এর ইতিহাস ব্যর্থতার নয়। তেমনি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও অতীতের ব্যর্থতার গ্লানিতে ফিরে যেতে হবে না।

প্রফেসর মুহম্মদ জাফর ইকবাল দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে তরুণ সমাজের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। তোমাদের প্রজন্মের দায়িত্ব দেশটাকে গড়ে তোলা। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে দুর্নীতি নামক কুৎসিত শব্দটি যেন আর শুনতে না হয়।